গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়: জানুয়ারি ২০২৩ এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব

সভার তারিখ : ৩১.০১.২০২৩

সভার সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-কঃ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ।
পরিশিষ্ট-খঃ সভায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। তিনি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সংস্থাসমূহের প্রধানগণ, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন**	গত ২১-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকলে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	কোন সংশোধনী না থাকায় গত ২১-১২-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	-
২.	**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি**	APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, APA এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্ম পরিকল্পনার ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে সংস্থার ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়ারে আপলোড করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. এপিএ-তে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার এপিএ টীম নিয়মিত সভা করবে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান (সকল)। ২. এপিএ টীম লিডার (নৌপম)
৩.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সিস্টেম এনালিস্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থাসমূহের ই-নথি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ক. ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী ৮৫% ফাইল ই-নথিতে সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৮৭% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে ১। নৌপরিবহন অধিদপ্তর ২। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর ৩। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট ৪।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২. বরিশাল, সিলেট, পাবনা মেরিন একাডেমী ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে দ্রুত ই-নথি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. যাবতীয় লিখিত যোগাযোগ নিকস্ ফন্টে নিশ্চিত করতে	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ। ২. সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ৫। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ৬। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। সভাপতি কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকৃত সংস্থা সমূহকে অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি অন্য সংস্থাসমূহকে পরবর্তীতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সংস্থা সমূহের প্রধানগণও এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। খ. সভাপতি কর্তৃক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আওতাধীন যেসকল দপ্তর/সংস্থায় ই-নথিতে কার্যক্রম এখনও শুরু করেনি সেসকল দপ্তর/সংস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথিতে নথি বা কার্যসম্পাদনে সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। গ. সভাপতি কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নিকস্ ফন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	হবে।	
৪.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা সমূহের ৪৩০টি সাধারণ অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। ৮১৬টি অগ্রিম অডিট আপত্তি ও ১৩৫টি খসড়া অডিট আপত্তিসহ মোট ১৩৮১টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এগুলোর সাথে আর্থিকভাবে ১০৪৪৭.৩২ কোটি টাকা জড়িত আছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৬৮টি যার সাথে জড়িত আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৭.৫৪ কোটি টাকা। সভাপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস্ কমিটিতে উত্থাপিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২৬টি অডিট আপত্তির ২৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে জানান। এছাড়াও দপ্তর/সংস্থা সমূহের অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে অনুরোধ জানান।	১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১.সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৫.	**দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৪৮৩টি। ৩৫৯টির জবাব দাখিল করা হয়েছে; ১৫টির জবাব দাখিল করা হয়নি। সরকারের পক্ষে বিআইডব্লিউটিএ'র ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। সভাপতি রিট ও দেওয়ানী মামলাসমূহের সঠিক হিসাব রাখা, প্রয়োজনে আইনজীবী নিয়োগ এবং যথাসময়ে জবাব প্রদান এবং নিষ্পত্তির জন্য দপ্তর/ সংস্থা সমূহের প্রধানগণকে অনুরোধ জানান।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনে আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার মামলার সঠিক হিসাব রাখতে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সভায় জানান, সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তিনি জানান (১) তথ্য অধিকার আইনের ৫ নং ধারার বিধান মোতাবেক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য সমূহ চলমানভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।	১. সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. এ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. মন্ত্রণালয়েরে এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

		২. তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারা মোতাবেক স্ব প্রণোদিত তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করণসহ (ক্যাটালগকরণ) সকল তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। এখন ওয়েবসাইটে ক্লিক নির্দেশিত লিংকে প্রবেশ করে বিস্তারিত তথ্য জানা যাচ্ছে। তিনি জানান তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। ২০২১-২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।	করতে হবে।	
৭	নাম পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বিআইডব্লিউটিএ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিবর্তিত পদনাম এর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পাবক/বিআইডব্লিউটিএ/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কে অনুরোধ করা হয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। চবক, মোবক ও বাস্থবক-এর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদনাম/পদবি পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি জানান, ইতিমধ্যে নাম পদবি পরিবর্তনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। পরবর্তী অগ্রগতির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ চবক/ মোবক/পাবক/ বাস্থবক ও বিআইডব্লিউটিএ।
৮		বিবিধ:		
	৮.১ বিআইডব্লিউটিএর ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ সংক্রান্ত।	উপসচিব (টিএ) সভাকে অবহিত করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ'র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা- ১) কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক বিআইডব্লিউটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে ২১-০৮-২০২২ তারিখে একটি সভা করেন। এছাড়াও তিনি গত ১৮-১০-২০২২ তারিখে মজু চৌধুরীরহাট ঘাট নিয়ে জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুরের সাথে এবং গত ১৯-১০-২০২২ তারিখে কুমিরা ও গুপ্তছড়া ঘাট নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এবং জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সভা করেন। অতঃপর, গত ২২-১১-২০২২ তারিখে কমিটির আহবায়কের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন যাবৎ	বিআইডব্লিউটিএ'র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও ২.উপসচিব(টিএ) নৌপরিবহন মন্ত্রণায়।

		বিরাজমান এ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গত ০৮-০১-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		
	৮.২ বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার (১) জনাব এ কে এম ফখরুল ইসলাম, (২) জনাব এস এম নাজমুল হক, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার (৩) জনাব মির্জা সাইফুর রহমান-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ তাদের বিভাগীয় মামলার বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	১। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা হতে পরিচালনা করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	৮.৩ ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ বিএসসি'র জাহাজ সম্পর্কে আলোচনা	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, বিএসসি'র জাহাজ এম ভি বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এমডি, বিএসসি জানান যে ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজের ইন্সুরার ও রিইন্সুরারের সংঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এম ভি বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ক্ষতিপূরণকৃত অর্থের পরিমাণ জাহাজের বর্তমান Depriciated price অনুযায়ী ২২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার মর্মে সভায় অবগত করেন। সভাপতি ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এম ভি বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের ক্ষতিপূরণ আদায়সহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের জন্য নির্দশনা প্রদান করেন।	ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এম ভি বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।	১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএসসি ২. উপসচিব (বিএসসি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	৮.৪ পাবক-এর পরিচালক অর্থ/যুগ্ম পরিচালক (এস্টেট) পদে নিয়োগ প্রসঙ্গ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভাকে অবহিত করেন যে, পাবক-এর পরিচালক (অর্থ)/(হিসাব) এবং যুগ্মপরিচালক (এস্টেট) পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে ২৬/০৯/২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পদায়নকৃত পরিচালক (হিসাব) পদে একজন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। সভাপতি অবশিষ্ট পদসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিচালক (অর্থ) এবং যুগ্ম পরিচালক (এস্টেট) পদটি জরুরি ভিত্তিতে পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, পাবক ও উপসচিব (পাবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	৮.৫ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ সালের বাজেট বাস্তবায়ন ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত।	উপসচিব (বাজেট) সভায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ সালের প্রথম প্রান্তিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০২১-২২ সালের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করেন। বাজেটে RADP এর অর্থ যথাযথভাবে এন্ট্রি করা হয়েছে। তবে ADP তে বিআইডব্লিউটিএ এর অনুকূলে মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই, শ্রীগাং নদীর অংশবিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অস্টগ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	১. পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে। ২.বিআইডব্লিউটি'র অনুকূলে মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই, শ্রীগাং নদীর অংশবিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অস্টগ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, বাজেট শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

		প্রকল্পের অর্থনৈতিক কোড অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দ না করায় যথাযথ কোডে এন্ট্রি করা যায়নি। এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দে অন্তর্ভুক্ত করে এন্ট্রি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ জানান প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু প্রকল্পটি অনুমোদনের পূর্বে অর্থ-বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণ না করায় অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার কর্তৃক কোড দিতে মৌখিকভাবে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। সভাপতি জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত কোন বিষয়/প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে কোন প্রশ্ন/দ্বিমত করার এখতিয়ার কারো নেই। একনেকে উপস্থাপিত বিষয়/প্রকল্প জেনে বুঝে একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। একনেক সভায় অনুমোদিত এ প্রকল্পটির কোড প্রদানের জন্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করে অর্থ বিভাগে দ্রুত প্রস্তাব পাঠাতে হবে। তিনি সকলকে এ বিষয়ে আরো অবহিত করেন যে একনেক এবং মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত কোন বিষয়/সিদ্ধান্তের যেকোন ধরনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/বাদ দিতে হলে পুনরায় তা পরিবর্তনের একনেক বা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এখতিয়ার। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে অর্থ বিভাগের কোন আপত্তি থাকলে তা লিখিতভাবে জানানো হলে একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে।	প্রকল্পে প্রকল্পটির কোডে বরাদ্দ চেয়ে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
	৮.৬ মোবক-এর গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা এবং কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুমোদন	উপসচিব (মোবক) গৃহনির্মাণ নীতিমালা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সভাকে জানান যে, গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ০৫-০১-২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বন্দর) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ এর ৫৮ ধারার ক্ষমতা বলে কর্মচারী প্রবিধানমালা ২০২৩ গ্রহণের জন্য পূর্নাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ৮ জানুয়ারি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।	মোবক-এর গৃহনির্মান ঋণ নীতিমালা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ২. উপসচিব (মোবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	৮.৭ বিদ্যমান আইন পরিবর্তন/সংশোধন প্রসঙ্গে	চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, The Ports Act, 1908 ['The Ports (Amendment) Act, 2015'-]এর খসড়ার পরিবর্তে 'বন্দর আইন, ২০১৯' প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে 'বন্দর আইন, ২০১৯' প্রণয়নের লক্ষ্যে বিল আকারে প্রস্তাবিত আইনের খসড়াসহ হালনাগাদ তুলনামূলক বিবরণী [বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধান, প্রস্তাবিত বিধান ও প্রস্তাবিত বিধানের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা] সন্নিবেশ করে প্রণিতব্য আইনের খসড়ার ১৫ (পনের) সেট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩.১০.২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক বন্দর আইন ২০১৯ প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. উপসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

	৮.৮ বিআইডব্লিউটিএ এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	চেয়ারম্যান বিআইডব্লিটিএ জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদন এবং পদ সৃজনের বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থাপনের জন্য ১৩-০৯-২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআইডব্লিউটিএ এর সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করহে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. উপসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	৮.৯ অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। দপ্তর ও সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য তালিকা সরবরাহের জন্য দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণকে অনুরোধ করেন।	সকল দপ্তরও সংস্থার প্রধানগণকে দ্রুত অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ২. দপ্তর ও সংস্থা।

০৯। আলোচনায় অংশ নিয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় অবহিত করেন যে, ১ ফেব্রুয়ারি হতে বন্দরের মাল্টিপারপাস ভবনে অস্থায়ীভাবে পায়রাবন্দরের প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় 'পায়রা শিশু নিকেতন' এর কার্যক্রম শুরু করা হবে। তবে আগামী ২ মাসের মধ্যে বিদ্যালয়টির জন্য স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করে সেখানে প্রতিস্থাপন করা হবে। তিনি আরো জানান USA হতে একটি প্রশিক্ষণ টীম ফেব্রুয়ারি মাসে মেডিক্যাল প্রাথমিক রিকভারীর উপর ১ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পায়রা বন্দরে আগমন করবেন। সেখানে পায়রা বন্দরের ১০ জন, মোংলা বন্দরের ১০ জন এবং ফায়ার ব্রিগেডের ১০ জন প্রশিক্ষণে অংশ নিবেন। এ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে USA Embassy এর দু'জন কর্মকর্তা পায়রা বন্দর অবস্থান করবেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান জানান যে, ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে প্রথমবারের মত পাতাল ট্রেন এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এ জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জলযান ও নৌপথে নিরাপত্তার জন্য এসএসএফ কে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। শীতলক্ষ্যা নৌ-রুটে নিরাপত্তার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত নৌ-রুটটি বন্ধ থাকবে।

১০। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, জানান যে, ভারতের ক্রুজ শীপ 'গঙ্গা বিলাস' এ সুইজারল্যান্ড ও জার্মান থেকে অতিথি আসবেন এবং মোংলা বন্দরে অবস্থান করবেন। সেজন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব, ভারতীয় ও সুইজারল্যান্ডের হাইকমিশনার উপস্থিত থাকবেন। সভাপতি কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুইজারল্যান্ডের হাইকমিশনার ও ভারতীয় হাইকমিশনারকে পত্র প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি ভ্রমণকারীদের যাতায়াত, নিরাপত্তা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৮(অংশ-২).২৫ তারিখঃ ০৯.০২.২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
৩। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৪। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
৬। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন
৮। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
১০। অতিরিক্ত সচিব, (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। যুগ্মসচিব, (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। উপসচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
১৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৯/০২/২০২৩
মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব